ভারত মহাসাগরে চীনের জাহাজ, বাড়ছে উত্তেজনা

ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। লাদাখ সীমান্তে গলওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর সতর্ক অবস্থানে আছে দুই দেশের সেনারা। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই ভারত মহাসাগরে একটি চীনের গবেষণাকারী জাহাজকে চিহ্নিত করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী।

ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, মালাক্কা প্রণালী দিয়ে ভারত মহাসাগরের অঞ্চলে ইউয়ান ওয়াং নামে চীনের গবেষণাকারী জাহাজটি গত মাসে ঢুকে পড়েছিল। আর এই জাহাজটিকে ভারতীয় নৌবাহিনী ক্রমাগত নজরে রেখেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত দিন কয়েক আগে ফের নিজেদের জলসীমায় ফেরত পাঠানো হয়েছে চীনের গবেষণাকারী জাহাজটিকে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি সূত্র জানায়, এই ধরনের চীনা জাহাজগুলো গবেষণার নামে ভারতের জলসীমায় ঢুকে গোপনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় গত ১৫ জুন চীন ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় ভারতের ২০ জন সেনা নিহত হয়। এরপরেও লাদাখ সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে চীনের সেনাদের একাধিক বার সংঘর্ষ হয়েছে। সীমান্তে সংঘাত মেটাতে এখন পর্যন্ত একাধিকবার কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক এবং কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে চীন ও ভারত।

এদিকে, ভারত-চীন ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে সম্প্রতি পিথোরাগড় সীমান্তে চীন সামরিক তৎপরতা বাড়িয়েছে। ভারতীয় নিরাপত্তা এজেন্সি গুলোর মতে, লাদাখ অঞ্চলে চীন এ জাতীয় ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু পিথোরাগড় সীমান্তে তারা এই প্রথম একটি মানবহীন আকাশযানে পর্যবেক্ষণ করেছে।

সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর লাদাখের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এপ্রিল মাস থেকে একে অপরের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে ভারত ও চীনের সেনাবাহিনী। পরিস্থিতি খুবই সিরিয়াস। দুই পক্ষের রাজনৈতিক স্তরে গভীর আলোচনার প্রয়োজনও বোধ করছেন তিনি।

সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, দু’দেশের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে ধীরে ধীরে। গত ৪৫ বছরে একাধিক মৌখিক বা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে যে স্থিতাবস্থা নিয়ে এসেছে ভারত ও চীন, তা এক মুহূর্তে ভাঙতে পারে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সিরিয়ায় বাড়তি সেনা মোতায়েন নিয়ে ফের উত্তেজনা রাশিয়া- যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার সেনাদের মধ্যে সম্প্রতি মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে চার মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন। দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সামরিক যানের সংঘর্ষের পর তারা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। এ ঘটনার পর সিরিয়ায় বাড়তি সেনা এবং সাজোয়া যান মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এ বিষয়ে মার্কিন নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন বিল আরবান জানান, সিরিয়ায় আমেরিকান এবং যৌথ বাহিনীকে বাড়তি সুরক্ষা দিতেই এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড’র এক মুখপাত্র শুক্রবার বলেন, ‘সিরিয়ায় অন্য কোনো দেশের অবস্থান করা বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র।

সরাসরি রাশিয়ার নাম এ মার্কিন কর্মকর্তা উল্লেখ না করলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক কর্মকর্তা বলেন, উত্তরপূর্ব সিরিয়ায় সেনা মোতায়েন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা মস্কোকে স্পষ্ট করে পারষ্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সংঘাত কমিয়ে আনার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা মেনে চলার কথা বলছি। সেখানে রাশিয়া এবং অন্যান্য দলগুলো অপেশাদার, অনিরাপদ এবং উসকানিমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

সিরিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলে এখনো প্রায় পাঁচশ’ মার্কিন সেনা

অবস্থান করছেন। সেখানে আইএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কুর্দি বাহিনীকে সহায়তা করছে বলে দাবি তাদের। এর মধ্যে সিরিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলের রুশ সেনাদের দমিয়ে রাখতে অতিরিক্ত সেনা এবং সাজোয়া যান মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।আমেরিকার এ ধরনের পদক্ষেপের এখনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি মস্কো।

এদিকে সম্প্রতি ইরানি সংবাদমাধ্যম পার্সটুডের খবরে বলা হয়েছে, তাল আমর এলাকায় রাশিয়া এবং মার্কিন সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের পর তাদের সামরিক যানগুলো দু’দিকে চলে যায়। তবে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের পর ওই এলাকায় রাশিয়ার যুদ্ধ হেলিকপ্টার এবং মার্কিন যুদ্ধবিমান উড়তে দেখা যায়।

এ ব্যাপারে মস্কো টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, তাল আমর এলাকার তেল খনি থেকে মার্কিন সেনারা তেল চুরি করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাশিয়ার সেনাবাহিনী ওই এলাকায় ঢুকতে গেলে মহাসড়কে তাদের গতিরোধ করে মার্কিন সেনারা। ফলে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে যুদ্ধ হেলিকপ্টার ও বিমান চলে আসে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জীবননগরে সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে

নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে জীবননগর পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। চায়ের দোকান কিংবা হাট বাজারে সব স্থানেই নির্বাচন নিয়ে চলছে আলোচনার ঝড়। আর মাত্র কয়েক মাস পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জীবননগর পৌর সভার নির্বাচন আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামীলীগের তিন জন এবং বিএনপির একজন সম্ভব্য মেয়র প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়িতে যেয়ে ঘরোয়া পরিবেশের মাধ্যমে নির্বাচনী বিভিন্ন প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

এখন দেখার পালা কে হচ্ছেন আগামি দিনে জীবননগর পৌর পিতা বর্তমান মেয়র হিসাবে যিনি আছেন তিনি নাকি নতুনদের মধ্যে কেউ ? তবে সাধারন ভোটারদের অভিযোগ ভোট নেওয়ার সময় প্রার্থীরা পৌর সভায় উন্নয়ন মুলক কাজের আশ্বাস দিলেও নির্বাচনের পর আর কেউ সে কথা মনে রাখে না এ জন্য এবার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বিষয়টি সবাই গুরুত্ব সহকারে এবং প্রাথী দেখের্ ভেবে চিন্তে দেওয়ার কথা ভাবছেন।

এদিকে সম্ভব্য প্রার্থীরা বলছেন পৌর নির্বাচনে জয়লাভ করলে পৌর মেয়র নয় পৌরবাসীর সেবক হিসাবে কাজ করবো,অসাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করা হবে,সাধারন মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াসহ নানা ধরনের উনয়ন্নমুলক কাজ করার আশ্বাস প্রদান করছেন ।

জীবননগর পৌর সভার নির্বাচনে সম্ভব্য প্রার্থীরা হলেন জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি গত বার পৌর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রতিক নৌকার নির্বাচনে পরাজিত ব্যাক্তি নাসির উদ্দিন,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ৭নং ওর্য়াডের তিনবার নির্বাচিত সাবেক পৌর কাউন্সিলার রফিকুল ইসলাম এবং জীবননগর পৌর যুব দলের আহবায়ক ও ৮নং ওর্য়াডের দুইবার নির্বাচিত কাউন্সিলার হযরত আলী। জীবননগর পৌরসভাটি ১৯৯৭ সালে ৯টি ওর্য়াড নিয়ে গঠিত হয় ।

জীবননগর পৌর সভার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গত নির্বাচনে পৌরবাসী আমাকে ব্যাপক ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। নির্বাচনের সময় আমি সাধারন মানুষের যে সমস্থ প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম তা প্রায় সবই করেছি । আর যতটুকু বাকি আছে তা বর্তমান চলমান আছে । তা ছাড়া আমি পৌর নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে নতুন ভাবে পৌর ভবন নির্বান,পৌরবাসীর নিরাপদ পানির ব্যবস্থা,রাস্থাঘাট নির্মানসহ নানা ধরনের উন্নয়মুলক কাজ করেছে ।

আশা করি আমি আগামি নির্বাচনে ও বিপুল ভোটে নির্বাচিত হবো । এবং বিগত সময়ে যে ভাবে জীবননগর পৌরবাসীর সাথে ছিলাম এবং আগামি দিনগুলোও থাকবো । জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন বলেন,গতবার নির্বাচনে আমি দলীয় প্রতিক নিয়ে নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছিলাম এবারও আশা আছে পৌর নির্বাচন করবো যদি দলীয় ভাবে নমিনেশন পাই তা হলে নির্বাচন করবো ।

জীবননগর পৌর সভার সাবেক পৌর কাউন্সিলার ও আওয়ামীলীগ নেতা

রফিকুল ইসলাম বলেন,আমি দির্ঘ দিন যাবৎ সাধারন মানুষকে সেবা করে আসছি একাধারে তিনবার কাউন্সিলার হিসাবে বিজয় লাভ করেছি ।

মেয়র হিসাবে নির্বাচন করার জন্য ব্যাপক হারে সাড়া পেয়েছি সকলের দাবি আমি যেন এবার মেয়র পদে নির্বাচন করি ।সাধারন ভোটারদের নিয়েই আমি কাজ করি তাদের কথা আমাকে শুনতেই হবে ।

তা ছাড়া দলীয় ভাবে নমিনেশনের জন্য আমি আবেদন করবো দেওয়া না দেওয়া দলীয় ব্যাপার ।আমি যদি আগামি পৌর নির্বাচনে মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হতে পারি তা হলে আমার প্রথম কাজ হবে পৌরসভায় পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা,রাস্তাঘাটা ও ড্রেন নির্মান করা পাশাপাশি অসহায় হতদরিদ্র মানুষের পাশে থাকা এবং পৌরবাসীকে সঠিক ভাবে সেবা দেওয়া । পৌরবাসীই সব কিছুর মালিক আমি শুধু তাদের সেবক হিসাবে কাজ করতে চাই ।

জীবননগর পৌর যুবদলের আহবায়ক ও বিএনপির সম্ভব্য দলীয় মনোনয়ন প্রার্থী এবং বর্তমান ৮নং ওর্য়াড কাউন্সিলার হযরত আলী বলেন,আমি দুই বার পৌর কাউন্সিলার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি। এবার আমি জীবননগর পৌর সভার মেয়র হিসাবে নির্বাচন করতে চাই ইতোমধ্যেই আমি পৌরসভার ৯টি ওয়াডেই নির্বাচনী আলোচনা করছি তাতে ভোটারদের অনেক সাড়া পেয়েছি। আমি নির্বাচনে নির্বাচিত হলে পৌরবাসীকে সঠিক ভাবে পৌর সেবা নিশ্চিত করবো ।

পৌর সভার মধ্যে যে সমস্থ সমস্যা আছে সেগুলো সমাধান করা হবে । পৌর সভায় যে সমস্থ অসাপ্ত কাজ আছে সেগুলো সমাপ্ত করা হবে । এদিকে নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ভোটারদের কদরটাও বেড়ে চলেছে ।

বৃক্ষ রোপণ ও বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ ফরিদপুরের

শামীমের

বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কথা বলে মাঠে-ময়দানে মাঝে-মধ্যেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেন। সেই কর্মসূচি পালনের ছবি নানা পত্র-পত্রিকায়ও আসে।

ছবি ফলাও করে প্রচার হওয়ায় নেতাকর্মীরা তাদের রাজনৈতিক ফায়দা নিয়ে ঘরে ফেরেন ঠিকই কিন্ত ক‘দিনের মাথায়ই কর্মসূচিতে তাদের লাগানো গাছের চারা আর মাঠে-ময়দানে পাওয়া যায় না। ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে। নেতাকর্মীরা সেদিকে ফিরেও আর তাকান না। এভাবেই বছরের পর বছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলে। কিন্ত প্রকৃতিতে গাছের সংখ্যা আর বাড়ে না।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে বাঁচিয়ে রাখতে এবার এগিয়ে এসেছেন আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামের যুবক এসএম গোলাম সরোয়ার শামীম। তার গ্রামসহ পুরো বেলগাছি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫ হাজার নানা জাতের ফলজ ও বনজ গাছের চারা লাগানোর কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন তিনি। একই সাথে গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিটি চারার সাথে একটি করে বাঁশের খাঁচা বানানোরও উদ্যেগ নিয়েছেন। এই বিশাল আয়োজনের কর্মসূচিতে শামীমের গ্রাম ফরিদপুরের যুবসমাজ ও মুরুব্বীরা তার সাথে রয়েছেন।

শনিবার বিকেলে ফরিদপুর খেলার মাঠে ৫ হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন গ্রামবাসী। ছাত্র-যুবকদের এই অসম্ভব সুন্দর আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধরাও।

ফরিদপুর গ্রামের রিকাত আলী মন্ডলের সভাপতিত্বে বৃক্ষরোপণ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রামের অপর অশীতিপর বদর উদ্দিন বিশ্বাস ভাদু মন্ডল। বিশেষ অতিথি ছিলেন গ্রামের কৃতি সন্তান জগলুল আরেফিন, লিটন মিয়া, ডাক্তার সামসুজ্জামান, দাউদ আলী জোয়ার্দ্দার, আব্দুল মান্নান মন্ডল, মানোয়ার হোসেন মন্ডল, গিয়াসউদ্দিন মন্ডল, মওলা বক্স মন্ডল, মনিরুদ্দিন মন্ডল, পলান মন্ডল, সাদেক মন্ডল, রইস উদ্দিন শিল্পী, আনোয়ার হোসেনসহ গ্রামবাসী।

পেঁয়াজ সমাচার এবং আমাদের চরিত্র

সম্প্রতি একরকম হঠাৎ করেই বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানী বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। অবশ্য কিছুদিন আগেও একবার এরকম করেছিলো তারা। এর ফলে তখনও যে ঘটনা ঘটেছিলো এখনও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটলো। রফতানী বন্ধ ঘোষনা দেবার পরদিনই বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম দ্বিগুনেরও বেশি হয়ে গেলো। অথচ সরকার বারবার বলছে তাদেরকাছে যে পরিমাণ পেঁয়াজ মজুত আছে তাতে অন্তত ৩ মাস চলা যাবে। তাহলে পেঁয়াজের দাম বাড়লো কেন?

সরকারের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে তো অন্তত ২ মাস বা তার বেশি সময়ের আগে বাংলাদেশে পেঁয়াজের সংকট তৈরি হবার কথা না। তাহলে দাম বাড়লো কেন? কারা বাড়ালো এবং কেন বাড়ালো? আমরা হরহামেশাই ভারতকে গালমন্দ করি যে তাদেরকে বাংলাদেশের বন্ধু বলা হলেও তারা আসলে আমাদের শত্রু। তারা সব সময় আমাদের বিপদে ফেলে। ভারত আমাদের বন্ধু না শত্রু সে তর্কে আজকে না যেয়ে বরং তর্কের খাতিরে ধরে নিলামতারা আমাদের শত্রু সে কারনে তারা হঠাৎ করে পেঁয়াজের রফতানী বন্ধ করে দিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতে চেয়েছে বা বিপদে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু ৩ মাসের মজুত থাকার পরও হঠাৎ করে দাম বাড়িয়ে দিয়ে আমরা কি করলাম? আমরা তো আমাদের শত্রু না তাহলে কেন করলাম এই কাজ? কেন এই বিপদের সময় দেশের সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে নিজের লোভ মেটাতে তৎপর হলাম। এর উত্তর কে দেবে? অথচ আমাদের কি করা উচিত ছিলো ভারত যেহেতু আমাদের বিপদে ফেলতে চেয়েছে তাই যাতে আমরা সে বিপদে না পড়ি তার জন্য বাজার স্থিতিশীল রেখে অন্য কোন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানীর সর্বাত্বক চেষ্টা করা। এবং এই সময়কালে দেশের মানুষের যেন কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাতে দাম যথেষ্ঠ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এছাড়া ভারত যেহেতু বারবার রফতানী বন্ধ করে দিচ্ছে সেটা যে কারনেই করুক না কেন এবং তাতে আমাদের যেহেতু বিপদ হচ্ছে সেহেতু পেঁয়াজ আমদানীর ক্ষেত্রে ভারতের প্রতি অতি নির্ভরতা বন্ধ করে অন্যান্য

বাজারের দিকে নজর দেয়া।সেটাই তো সত্যিকারের নাগরিক এবং দেশপ্রেমের কাজ। কিন্তু সেটা কি আমরা করলাম? না করলাম না। তার বদলে কিছু মানুষ নিজের অধিক মুনাফা করার লোভে দেশের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে সিন্ডিকেট বানিয়ে পেঁয়াজের দাম দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে।এই যদি হয় আমাদের দেশপ্রেমের নমুনা তাহলে ভারতকে লাগবে না আমাদের দেশের বারোটা বাজানোর জন্য আমরা নিজেরাই যথেষ্ঠ।আমার তো মনে হয় এ সমস্ত মানুষ এরকম সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকে কখন দেশের এরকম সংকটকাল আসবে আর তারা সেই অবস্থাকে জিম্মি করে টাকার পাহাড় গড়বে।আমরা সব সময় অন্যের ছিদ্রান্বেশনকরে বেড়াই অথচ নিজেদের দোষ কখনই আমাদের চোখে পড়ে না।

আমার তো মনে হয় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকাররা যা করেছিলো এখন আমাদের দেশের পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরাও তাই করলো । রাজাকাররা নিজেদের দেশের মানুষের বিপক্ষে গিয়ে পাকিস্থানের পক্ষে কাজ করেছিলো এখনও এ দেশের পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরা নিজেদের দেশের মানুষের বিপক্ষে গিয়ে নিজেদের পেট ভরালো। দুইটাই তো নিজের দেশের বিরুদ্ধে বেঈমানী করা।অবশ্য এই ধরনের কাজ এটাই প্রথম নয়।

যখনই কোন সংকট আসে সব সময়ই কিছু মানুষ সেই সংকটময় মুহুর্তকে তাদের নিজের মুনাফা করার সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করে।এটাই এই দেশের কিছু মানুষের চরিত্র! পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে যখন কোন উৎসব হয় তখন সেই দেশে বিভিন্ন রকম পণ্যে বিভিন্ন রকম ছাড় এবং মূল্য কম করা হয় অথচ আমাদের দেশে যখন কোন উৎসব আসে তখন সেটা যেন মানুষের গলাকাটার উৎসবে পরিণত হয়। এমনকি পবিত্র রমজান মাসে যখন সবচেয়ে সংযম প্রদর্শন করা উচিত কিন্তু রমজান মাসটাই যেন আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে মুনাফা করার মাস হিসাবে বিবেচিত হয়।

আসলে আমাদের নিজেদেরক্ষতি করার জন্য কোন ভারত কিংবা অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না আমরা নিজেরাই যথেষ্ঠ নিজেদের ক্ষতি করার জন্য। যতদিন আমাদের এই চরিত্র না বদলাবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের কোন উন্নতি সম্ভব নয়।

লেখক : গণমাধ্যমকর্মী

মেহেরপুর পুলিশের সচেতনতামূলক কার্যক্রম সহ মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর জেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জেলা পুলিশ মেহেরপুরে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন।

তারই ধারা বাহিকতায় আজ শনিবার দুপুরে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলির নিদের্শনায় শহরের হোটেল বাজার, কোর্টমোড় এলাকা, কলেজ মোড়সহ বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেছে জেলা পুলিশ।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহবান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতনভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয় পুলিশ সদস্যরা।

করোনায় আরও ৩২ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১৫৬৭

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৯১০ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ১ হাজার ৫৬৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৩৭২ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৫১ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৫৪ হাজার ৩৮৬ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ১৭০টি নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৫৬৭ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৩৭২।

গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১১ দশমিক ৯০ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৯১০ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হলো।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৫১ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৫৪ হাজার ৩৮৬ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৭৩ দশমিক ২০ শতাংশ ও মৃত্যু হার ১ দশমিক ৪১ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

অবশেষে দেশে ঢুকল সাত ট্রাক ভারতীয় পেঁয়াজ

অবশেষে ভারতীয় পেঁয়াজ ঢুকেছে দেশে। তবে এর পরিমাণ মাত্র সাত ট্রাক। এর বাইরে আপাতত কোনো ভারতীয় পেঁয়াজ দেশে আসছে না বলে জানা গেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে আজ শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় শুরু হয় দেশের অভ্যন্তরে এসব পেঁয়াজ ঢোকা। গত ১৪ সেপ্টেম্বরের টেন্ডার অনুযায়ী এই সাত ট্রাক পেঁয়াজ ঢুকেছে বলে জানা গেছে।

সোনামসজিদ স্থলবন্দরের উপব্যবস্থাপক মাইদুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘এই সাত ট্রাক ছাড়া আপাতত আর কোনো ভারতীয় পেঁয়াজ দেশে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই।’

এদিকে ভারতের মহাদিপুর স্থলবন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি অভিজিৎ সিং জানিয়েছেন, ওই স্থলবন্দরে দুই শতাধিক ট্রাক পেঁয়াজ মজুদ রয়েছে। তবে তা বাংলাদেশে পাঠানো হবে কি না তা নিশ্চিত নন তিনি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সোনামসজিদ দিয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সাতটি ট্রাকে ১৯৯ টন পেঁয়াজ দেশে ঢুকেছে। এসব ট্রাকের কয়েকজন চালক জানিয়েছেন, এখনো ভারতের বন্দরে তিন শর বেশি ট্রাকে পেঁয়াজ আটকে আছে। কয়েক দিন ধরে এভাবে আটকে থাকায় গরমে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন পাইকাররা।

এদিকে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির একটি সূত্র কালের কণ্ঠকে নিশ্চিত করে যে পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই বাংলাদেশে জরুরি ভিত্তিতে ২৫ হাজার টন পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দিচ্ছে ভারত। জানা যায়, ভারতের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে শুধু বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সূত্রটি জানায়, বাংলাদেশের সঙ্গে জোরালো বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও এই পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

গত সপ্তাহে ভারত তাঁর অভ্যন্তরীণ বাজার পরিস্থিতি ঠিক রাখতে হঠাৎ করেই বিদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। আগেভাগে না জানিয়ে হঠাৎ পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করার ঘোষণা দেওয়ায় বিপাকে পড়ে বাংলাদেশ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, ‘শুনেছি যে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এতে (পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ) খুব অনুতপ্ত। কারণ তারাও জানত না যে হঠাৎ করে এটা বন্ধ হয়েছে।’ তিনি আরো বলেন, ‘আমাদের একটি বোঝাপড়াও

আছে যে এ ধরনের হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের জানানো প্রয়োজন। তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাকি এটা (রপ্তানি বন্ধ) সম্পর্কে কিছুই জানত না।’

এর আগে গত মঙ্গলবার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহিরয়ার আলমও দুই দেশের অলিখিত সমঝোতার কথা উল্লেখ করে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, বাংলাদেশ ভারতকে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে।

জানা গেছে, ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ভারতীয় হাইকমিশনে এবং নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেও ওই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্পষ্ট বলেছে, ভারতের হঠাৎ পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

গত ১৫-১৬ জানুয়ারি দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যসচিব পর্যায়ের বৈঠকে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা না দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ভারতকে অনুরোধ করেছিল। আর যদি নিষেধাজ্ঞা দিতেই হয়, তাহলে বাংলাদেশকে যেন আগাম জানানো হয়- সে কথাও হয়েছিল ওই বৈঠকে।

তিতাসের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী গ্রেফতার

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় তল্লা এলাকায় বায়তুস সালাত জামে মসজিদে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় তিতাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ আটজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

দায়িত্বে অবহেলার কারণে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে জানিয়েছেন সিআইডির ডিআইজি মাইনুল হাসান।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন— তিতাসের ফতুল্লা অঞ্চলের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মো. সিরাজুল ইসলাম, উপব্যবস্থাপক মাহমুদুর রহমান রাব্বি, সহকারী প্রকৌশলী এসএম হাসান শাহরিয়ার, সহকারী প্রকৌশলী মানিক মিয়া, সিনিয়র সুপারভাইজার মো. মুনিবুর রহমান চৌধুরী, সিনিয়র উন্নয়নকারী মো. আইউব আলী, হেলপার মো. হানিফ মিয়া, কর্মচারী মো. ইসমাইল প্রধান।

এর আগে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে আট কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

শনিবার দুপুরে সিআইডির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সিআইডির ডিআইজি মাইনুল হাসান বলেন, তদন্তের এ পর্যায়ে আমরা তাদের গ্রেফতার করেছি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করা হবে।

গ্যাসের লিকেজ থেকে গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে বায়তুস সালাত জামে মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অর্ধশতাধিক মুসল্লি দগ্ধ হন।

দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৭ জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ৩২ জনের মৃত্যু হলো। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন একজন। বাকি চার মুসল্লির অবস্থা আশঙ্কাজনক। সূত্র- যুগান্তর

চট্টগ্রামের ৪ উপজেলায় নামছে ১০ প্লাটুন বিজিবি

হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীর জানাজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চট্টগ্রামের ৪ উপজেলায় ১০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের ৭ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে হাটহাজারী, পটিয়া, রাঙ্গুনিয়া এবং ফটিকছড়িতে আজ শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিজিবি সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করবেন।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. বদিউল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শফী হুজুরের জানাজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে শনিবার সকাল থেকে চট্টগ্রামে ১০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

‘এর মধ্যে জানাজার স্থান হাটহাজারীতে ৪ প্লাটুন, পটিয়ায় ২ প্লাটুন, রাঙ্গুনিয়ায় ২ প্লাটুন এবং ফটিকছড়িতে ২ প্লাটুন বিজিবি সদস্য মোতায়েন থাকবে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করবে। ’
এদিকে জেলা প্রশাসনের জেএম শাখা থেকে বিজিবি সদস্যদের আইনানুগ নির্দেশনা প্রদান করার জন্য ৭ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শরীফ উল্লাহ, আবদুস সামাদ শিকদার, মামনুন আহমেদ অনীক এবং মো. উমর ফারুক হাটহাজারী উপজেলায় দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ফখরুল ইসলাম রাঙ্গুনিয়ায়, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইনামুল হাছান পটিয়ায় এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গালিব চৌধুরী ফটিকছড়িতে দায়িত্ব পালন করবেন।

হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিন জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ ও র্যাবের পাশাপাশি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা শনিবার থেকে মাঠে থাকবেন।

এর আগে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে রাজধানীর আসগর আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী।

সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম